খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফা মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কতৃক ১লা আগস্ট ২০১৪ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আই.) সূরা বুরুজের আয়াতগুলি তেলাওয়াত করে বলেন, সূরা বুরুজের এ আয়াতগুলোর অর্থ হল, কসম গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ বিশিষ্ট আকাশের এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, আর এক সাক্ষ্য দানকারীর এবং যার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করা হয়েছে তাঁর, ধ্বংস হলো পরিখাসমূহের অধিবাসীগণ, ইন্ধনপূর্ণ আগুনের পরিখাসমূহ, যখন তারা এর উপর উপবিষ্ট ছিল এবং তারা মুমিনদের সাথে যে ব্যবহার করেছিল সে বিষয়ে তারা প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল এবং তারা মুমিনদের সাথে শুধু এ কারণে শত্রুতা পোষণ করেছিল যে, তারা মহা পরাক্রমশালী, অতীব প্রশংসিত আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিল এবং আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর আধিপত্য তাঁর, বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর সাক্ষী, যারা মুমিন পুরুষদেরকে এবং নারীদেরকে নির্যাতন করে এবং পরে তারা তওবা করে না তাদের জন্য জাহান্নামের আযাব রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে দগ্ধকারী আগুনের আযাব। যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাতসমূহ যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, বস্তুতঃ এটি মহা সফলতা।

আমি যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেছি তা হুবহু সেই ঘটনার চিত্রাঙ্কন করছে, গুজরাওয়ালার আহমদীরা যার সম্মুখীন হয়েছিল। এটি আহমদীয়াত এবং হযরত মসীহ্ মাওউদের (আ.)-এর সত্যতার এমন একটি প্রমাণ যে, ন্যায়পরায়ণ মুসলমান যদি সূরা বুরুজ সম্পর্কে ভাবে এবং চিন্তা করে তাহলে আহমদীদের উপর যে জুলুম ও নির্যাতন হচ্ছে তার স্বরূপ তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যেত। বিশেষ করে তাদের আলেম, তাদের নেত্রীবৃন্দ এবং রাজনীতিবীদ আর সরকারের আচার-ব্যবহার এবং আচার-আচরণ, যা আহমদীয়াতের বিরোধিতায় এরা প্রদর্শন করে, তার প্রকৃত চিত্র এবং স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে যেত আর মসীহ্ মাওউদের সত্যতায় তাদের বিশ্বাস হওয়ার কথা। আর যালেম এবং তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা আহমদীদের উপর যে নির্যাতন করে তার সাথে এদের সম্পৃক্ত হওয়ার কথা না। কিন্তু খোদার বাণী বা উক্তি বোঝার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক মা'মুর বা প্রেরিত পুরুষের মানুষ মুখাপেক্ষী, কিন্তু তাদের অবস্থা এমন যে, তারা তাঁর কথা আদৌ শুনতে চায় না। আর এ কারণে ক্রমশঃ, উত্তর উত্তর জুলুম এবং নির্যাতন করেই চলেছে।

এ আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। এখানে যেই কক্ষপথ বিশিষ্ট আকাশের কসম খাওয়া হয়েছে এর অর্থ হল, আকাশের বারটি বুরুজ বা নক্ষত্র, যার কথা জ্যোতির্বিদেরা বলে থাকেন, তো এখানে রূপকভাবে সেই আধ্যাত্মিক নক্ষত্র বা বুরুজগুলোর কথা বলা হয়েছে, যাদের সাথে সম্পর্ক রয়েছে ইসলামের ইতিহাসের। আর এটি বলতে ইসলামের বারজন মুজাদ্দেদকে বুঝায়, যারা ইসালেমের আকাশের সূর্য অস্তমিত যাওয়ার পর কিছুকাল আলোর বিচ্ছুরণ করতে থাকেন, এ সম্পর্কে হাদীসও রয়েছে, পুরনো আলেমগণও এ কথার সত্যায়ন করেন। অদ্ভূত কথা হল, বারশত বছরে বার বার ইসালামের আলোক রশ্মির বিচ্ছুরণের জন্য আল্লাহ্‌তা'লা যাদেরকে পাঠিয়েছেন মুসলমানরা তাদেরকে তো মানে, কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা বলছেন, **'ওয়া ইয়াওমিল মাওউদ'** অর্থাৎ প্রতিশ্রুত দিবস যে, এই প্রতিশ্রুত দিবসের কসম খেয়ে আল্লাহ্‌তা'লা ত্রয়দশ শতাব্দীতে এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে যখন প্রতিশ্রুত প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিকে পাঠালেন তাঁকে তারা অস্বীকার করে বসে।

এরপর আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, এই প্রতিশ্রুত দিবসে অর্থাৎ মসীহ্ মাওউদের যুগে ইসলামের পুনর্জাগরণ বা ইসলাম অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত হবে, ইসলামের নতুন যুগের অবশ্যই উন্মেষ ঘটবে কিন্তু এর জন্য মুমিন, যারা মসীহ্ মাওউদকে মানবে তাদের অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তিনি বলেন, **'ক্বুতেলা আসহাবুল উখদূদ'** ধ্বংস করা হবে পরিখাসমূহের অধিবাসীদের **'আন্ নারে জাতিল উক্বুদ'** অর্থাৎ সে ধরণের অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারীদের, যে অগ্নি হবে

ইন্ধনে ভরা, **'ইযহুম আলাইহা ক্বুয়ুদ'** যখন তারা এর উপর উপবিষ্ট থাকবে, বিরোধীদের চিত্র অংকন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ ধরণের বা এ পর্যায়ের বিরোধিতা হবে। কিন্তু এই যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে তারা এর চতুরপাশ্বে উপবিষ্ট থাকবে, বসে থাকবে। এটি অবশ্যই হবে কিন্তু একদিন বিরোধীরা অবশ্যই ধ্বংসাত্মক পরিনতি দেখবে। তারা ধ্বংস হবে, তাদের ধ্বংস করা হবে। কিন্তু মুমিনদের দীর্ঘকাল ঐলুম ও নির্যাতন এবং ভায়বহ অত্যাচারের লক্ষ্যে পরিনত হতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, ইসলামের উন্নতি আমাদের কাছে কিছু দাবি রাখে, আর সেই দাবি হল- 'মৃত্যুর দাবি'। এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, ইন্ধনপূর্ণ অগ্নি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রজ্জ্বলিত করা হবে। এই আগুনে বার বার ইন্ধন দেয়া হবে। এই অগ্নি প্রজ্জালক চতুর্দিকে বসে তামাশা দেখবে। যারা এমন ব্যবস্থা করেছে বলে আত্ম প্রশাধ নিবে যে, পরিখা খনন করে মুমিনদেরকে একটি গন্ডিতে বন্ধ করে, চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে তারপর আগুন জ্বালাবে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, আগুনের নদী নিঃসন্দেহে পার হতে হবে কিন্তু একদিন এরা চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে, মুমিনদের যারা আগুনে জলানোর হীন চেষ্টা করবে তাদেরকেই ধ্বংস করে দেয়া হবে তারা মনে করে যে, আগুন জ্বালিয়ে চারিদিকে পাহারাদার হিসেবে বসে যাবে যেন কেউ আগুন থেকে নিরাপদ বেরিয়ে না আসতে পারে। পাকিস্তানে আমরা দেখি পুলিশও চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখে। তারা সাহায্য করার চেষ্টা করে না বরং ইন্ধন যোগানোর চেষ্টা করে। আর এই অগ্নি প্রজ্জ্বলকরা শুধু বাহিরে দাঁড়িয়ে পাহারাই দেয় না বরং মু'মিনদেরকে তারা আগুনে পুড়িয়ে আনন্দ পায়। **"ইযহুম আলায়হা কুউ'দ"** এগুলো এই আয়াতেরই প্রতিচ্ছবি। এগুলো কোন পুরনো ঘটনা নয় বরং এগুলো বহু পুরনো ভবিষ্যদ্বাণী। এ থেকে প্রতিভাত হয় মু'মিনদের বিরোধিরা এভাবে আগুন দিবে এবং আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে পাহারাও দিবে। আমরা যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর আমরা যে মু'মিন এটি তার আরো একটি প্রমাণ। মু'মিনদেরকে তারা আগুনের মধ্যে ফেলে চারদিকে পাহারা বসিয়ে কাউকে বের হতে দেয় না। আর নিজেরা বগল বাজিয়ে এটি প্রমাণ করতে চায় যে, তারা সফল হয়েছে। শহীদ হবার ঘটনা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই যাতে করে আপনাদের সামনে পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। আক্ষেপের বিষয় হলো, তারা এগুলো আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নামে করছে। **'ইযহুম আলায়হা কুয়ুদ'** এ আয়াতের অর্থ হলো, তারা এমনটি স্থায়ীভাবে করতে থাকবে। তাদের ষড়যন্ত্র দীর্ঘ হতে থাকবে। **'কুউ'দ'** শব্দের অর্থ হলো, বসা, করতে থাকা। অর্থাৎ তারা এই কাজ স্থায়ীভাবে করতে থাকবে। স্থায়ীত্বের জন্য এই শব্দটি ব্যবহার হয়। তাদের এই মিথ্যা, প্রতারণা এবং কষ্ট দেয়া স্থায়ীভাবে চলছে এবং চলতে থাকবে। কেননা বিরোধিদের জন্ম ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। এই বিরোধিতা চলছে এবং বিরোধিরা তা চালিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করবে কিন্তু এর একটি সীমাও রয়েছে। আর এই সীমা হলো, তা যা কিনা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য নির্ধারন করেছেন আর তা হলো, তিনি বলেছেন, তোমরা অপকর্ম করে যাও আর একদিন যা ঘটবে তা হলো তোমাদেরকেও এই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এদের আলেমরা জানে যে, তারা মিথ্যা বলছে। মিথ্যার প্রসার করা ছাড়া তাদের কাছে এমন কোন প্রমাণ নেই যার মাধ্যমে তারা মসীহ্ মাওউদের দাবীকে মিথ্যা প্রমাণিত করে। তারা মসীহ্ মাওউদের বিভিন্ন বই থেকে কথা বিকৃত করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে। বিরোধিতা তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছে এবং এই ধারা অব্যাহত থাকবে। আগুন জ্বালানোর সময় তারা জনসাধারণকেও এর মধ্যে নিয়ে নেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা সফল হয়, কখনো তা ব্যর্থ হয়। আহমদীয়াতের বিরোদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আগুন জ্বালানোর এই প্রক্রিয়া তারা অব্যাহত রাখে। পাকিস্তানের প্রতিটি অলিতে-গলিতে মিথ্যায় ভরা। আহমদীদের বিরোদ্ধে বিভিন্ন লিপলেট তারা এখানে সেখানে লাগিয়েছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এগুলো লাগানো আছে। এমনকি হাইকোর্টের দেয়ালের গায়েও এই ধরণের লেখা লেখা আছে। মসীহ্ মাওউদের বিরোদ্ধে এমন আজে বাজে কথা তারা বলে অথবা জামাতের বিশ্বাসের বিরোদ্ধে তারা এমন বাজে বাজে কথা বলে থাকে যার কোন সীমা নেই। আর এসব কথা বলে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে। কথাগুলো এমন হয় যার সাথে জামাতের দূরতম কোন সর্ম্পক নেই। এদের এই সমস্ত কথার কারণে জামাতের লোকদেরকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

তোমরা এ কথা ভেবো না, খোদা তোমাদেরকে ধ্বংস করবেন। তোমরা খোদার রোপীত বীজ। যা খোদা স্বয়ং লাগিয়েছেন। আল্লাহ্তা'লা বলেন, এই বীজ অংকুরিত হবে এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে। এর শাখা সর্বত্র বিস্তার লাভ করবে। বিশাল মহীরূপে এটি পরিণত হবে। সৌভাগ্যবান তারা যারা আল্লাহ্তালার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যারা মু'মিন তারা এই অন্তবর্তীকালীন সময় ভয় করে না। তাই এতে কোন সন্দেহ নেই জামাতের সদস্যদেরকে কোরবানী করতে হবে। ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এই জামাত এমন একটি বৃক্ষ যা

আল্লাহতা'লা রোপন করেছেন। এই বৃক্ষ এক সময় বড় হবে এবং ফুল এবং ফল বহন করতে থাকবে। ইন-শা-আল্লাহ্। আর এই অগ্নি প্রজ্জলকরা নিজেদেরকেই এই অগ্নিতে নিপতিত হতে দেখবে অথবা আল্লাহতা'লা তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। **"কুতিলা আসহাবুল উখদূদ"** এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী যা আহমদীয়া জামাতের পক্ষে পূর্ণ হচ্ছে এবং পূর্ণ হতে থাকবে। এরা ধ্বংস হতে থাকবে। অতএব, এই ভবিষ্যদ্বানী এই অত্যাচারীদের বিরোদ্ধে বার বার পূর্ণতা লাভ করতে থাকবে। এমন নয় যে, তারা বিরত হবে। বরং তাদের যুলুম অত্যাচার দিনে দিনে বাড়তে থাকবে। এর মাঝেও এটি এমন বৃক্ষ যা স্বহস্তে খোদা তা'লা লাগিয়েছেন যা দিনে দিনে বাড়তে থাকবে। জামাতে আহমদীয়ার এক শত পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় তা থেকে এদের শেখা উচিত। এটি কোন মানুষের কাজ নয় বরং খোদা তা'লার নিজের সূচীত কাজ। আর এই আল্লাহ্‌র কাজে বাধা প্রদান করে তারা আল্লাহতা'লার ক্রোধভাজন হওয়া ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। এরা এটি জানে না যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের পরিণাম কি নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **'ইন্নাল্লাযিনা ফাতানুল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতে ছুম্মা লাম ইয়াতুবূ লাহুম আযাবু জাহান্নামা ওয়া লাহুম আযাবুল হারীক**।' অর্থাৎ নিশ্চয় যারা মু'মিন নরনারীকে পরীক্ষার মাঝে ফেলে দিয়েছে অতঃপর তারা তওবা করে না, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন এবং তাদের জন্য রয়েছে দগ্ধকারী আযাব। (সূরা বুরূজ : ১১)

আল্লাহ্তা'লা বলেন, যারা মু'মিন পুরষ এবং নারীকে অত্যাচার করে এবং আগুন প্রজ্জলন করে আবার পাহারাদার হিসেবে নিযুক্ত থাকে যেন কেউ বাচাতে না আসে এমন লোকদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি নির্ধারিত। আহমদীরা মহানবী (সা.)-এর মাহাত্ম্য এবং মর্যাদা প্রমাণের খাতিরে দিবারাত্র পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে কাজ করে চলেছে। যেখানেই মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সম্মানের উপর আক্রমন করা হয় সর্বপ্রথম আহমদীরাই সেই আক্রমন প্রতিহত করার জন্য সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। যাইহোক এইসব অত্যাচারী অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারীদের সর্ম্পকে আল্লাহ্তা'লা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের পরিণাম কি হবে? এবং এই রকম কুরবানীকারীদেরকে স্বান্তনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্তা'লা বলেছেন, **'ইন্নাল্লাযিনা আমানূ ওয়া আমেলুস্ সালিহাতে লাহুম জান্নাতুন, তাজরী মিন তাহতিহাল আনহারু, যালিকা ফাউযূল কাবীর'** নিশ্চয় যারা ঈমান আনয়ন করে এবং সৎ কর্ম করে তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে যার পাদদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত হয় আর এটি একটি মহা সফলতা। (সূরা বুরূজ : ১২)
শত্রুরা বাহ্যিকভাবে আগুন জালাচ্ছে এবং এটি নিশ্চিত করছে আগুন যাতে নিভতে না পারে। এরকম নির্যাতিত মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'লা এমন বাগান তৈরি করে রেখেছেন যার বৃক্ষের শাখাগুলো একটি অন্যটির সাথে মিলেমিশে রয়েছে। যার ছায়া সুশিতল এবং যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়। সুতরাং এই হলো আগুন প্রজ্জালক এবং নির্যাতিত ব্যক্তির সুস্পষ্ট পার্থক্য। আমরা এ সকল যুলুম এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য পূর্বেও খোদা তা'লার দরবারে বিনত হতাম ঝুকতাম আর আজও আমাদের এটিই রিতী।
সুতরাং সকল ক্ষেত্রে খোদার সাহায্য এবং সমর্থনের পরিচয় বহন করে এর এর অর্থ হলো সব কথার ভিন্ন ভিন্ন দিক এব্ং আঙ্গিক রয়েছে কিছু বাহ্যিক কিছু আধ্যাত্মিক কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে বলেন এই সকল অগ্নি প্রজ্জলনের বা আগুন দেয়ার ফলশ্রুতিতে অগ্নি প্রজ্জলকদের দগ্ধ করে শাস্তি দেব কিন্তু আগুনে যে সমস্ত মু'মিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে সুশিতল ছায়াবহুল জান্নাত । আমাদের এসকল শহীদরাও খোদা তা'লার সন্নিধানে জান্নাতে বিচরণ করছেন। আর হয়তো আহমদীয়াতের ইতিহাসে প্রথমবার এটি ঘটেছিল যে যেকজন এখানে কুরবানি দিয়েছেন বা ত্যাগ স্বীকার করেছেন তুদের সকলেই অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে বা মহিলা কোন পুরুষ এতে অন্তর্ভূক্ত নয়। তো এ সকল নিস্পাপদের কুরবানি তাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করছে আর ইন-শা-আল্লাহ্ এই কুরবানি কখোনো বৃথা যাবেনা। এই ঘটনা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন বা কিছু তথ্য বা উপাত্ত আপনাদেনর সামনে তুলে ধরছি।
এ ঘটনায় যে ভদ্র মহিলা শহীদ হয়েছেন তার নাম হলো বুশরা বেগম সাহেবা যিনি জনাব মুনির আহমদ মরহুম সাহেবের বিধবা ছিলেন। মেয়েদের মাঝে একজন হচ্ছেন স্নেহের হায়রাত্ তাবাস্সুম পিতার নাম জনাব বুটা সাহেব। আপনারা সবাই এই ঘটনা সম্পর্কে শুনেছেন বিভিন্ন জায়গায় এই ঘটনা এসেছে সংক্ষেপে তবুও বলছি ২০১৪ সনের ২৭ এ জুলাই গুজরানওয়ালার আরাফাত কলোনির কাপচি পাম্প এলাকায় আহমদীয়া জামাতের বিরোধী উগ্রপন্থিরা আহমদী বন্ধুদের ঘরে হামলা করে অগ্নি সংযোগ করে, যার ফলশ্রুতিতে বুশরা বেগম সাহেবা স্বামীর নাম মুনির আহমদ মরহুম ৫৫ বছর বয়স, যার আর দুজন অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে হায়রাত্ তাবাস্সুম যার বয়স ছয় বছর আর স্নেহের কায়নাত্ তাবাস্সুম উমর যার বয়স আট মাস যিনি বুটা সাহেবের কন্যা ছিলেন যেভাবে আমি পুর্বে বলেছি

শাহাদাত বরন করেন **ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন**। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো ঘটনার দিন শহীদ মরহুমার এক পুত্র জনাব মোহাম্মদ আহমদ সাহেব ইফতারের পর এক ক্লিনিকে ঔষধ আনতে যান সেখানে দেখেন যে, তার চাচাত ভাই ওকারস আহমদকে কিছু মানুষ আবদ্ধ করে রেখেছে তিনি জিজ্ঞেস করেন যে ব্যাপার কী তারা তখন তার সাথেও অপব্যবহার করতে আরম্ভ করে আর এই অপবাদ আরম্ভ করে যে আপনাদের এক যুবক ফেসবুকে খানাকাবার ছবির অসম্মান করেছে। তিনি বলেন যে আমরা তো এমনটি করার কথা ভাবতেও পারিনা। যাইহোক সাময়িকভাবে ঘটনার সেখানেই অবসান হয়। এই পরিণতির জন্য রীতিমত পরিকল্পনা ছিল। এ সংবাদ পেতেই ১৫টি আহমদী পরিবারের সদস্যরা ঘর থেকে বেরিয়ে যান কিন্তু বুটা সাহেব এবং আরো দুটো আহমদী ঘরের সদস্যরা আশরাফ সাহেব যিনি জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আর তার ভাইয়ের পরিবার ঘরেই ছিল। মিছিল রাত সাড়ে আটটার দিকে আক্রমন করে আর আহমদী ঘরের পাশে এসে ভয়াবহ নাড়াবাজি করে গুলি ছোড়ে একই সাথে বন্ধ দরজা ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করে । কিছুক্ষণ পর যে ডাক্তারের ক্লিনিকের সামনে ঘটনা ঘটে তিনি মোহাম্মদ বুটা এবং ফযল সাহেবকে ফোন করে জানিয়ে দেন যে এখানে মানুষ সমবেত হচ্ছে আর মিছিল নিয়ে আপনাদের ঘরে আক্রমনের জন্য আসছে। অনুরূপভাবে ব্যবসায়িক সংগঠনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে আপনারা সমবেত হোন দোকান বন্ধ করে দিন, পরিকল্পনার অধীনে চতুর্দিক থেকে একযোগে তারা হামলা করেছে এই এলাকায়।

এই ঘটনার পর জামাতের প্রেসিডেন্ট তাৎক্ষনিক ভাবে পিপলস কলোনির পুলিশের এস এস ও- কে অবহিত করেন। এস এস ও বলেন, আমি পুলিশের সাথে ঘটনাস্থলে উপস্থিত আছি। আর আমি আলোচনার জন্য আক্রমনকারীদেরকে সাথেই নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সত্য কথা হলো, এ ব্যক্তি তাদেরকে সাথে নিয়ে যায় নি। আর উগ্রপন্থীরা দ্বিতীয়বার আক্রমনের সুযোগ পায়। আর আক্রমণ কারীরা দেয়াল ভাঙার যন্ত্রপাতি যেমন হাতুড়ি, বাটালি আর অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত ছিলো। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে অন্যান্য দলও। তারা এসেই সর্ব প্রথম বিদ্যুতের মিটার ভেঙেছে, তার কেটেছে। যাইহোক পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে প্রেসিডেন্ট সাহেব এবং তার ভাইয়ের পরিবার ছাদের পথে অ-আহমদী প্রতিবেশি যারা আহলে কুরআন ছিলো তাদের ঘরে আশ্রয় নেয়। ভদ্র মানুষ ছিলেন, তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। মোহাম্মদ ভুট্টো সাহেব এবং তার ভাই মোহাম্মদ ফযল আহমদ সাহেবের পরিবার নিজেদের ঘরের উপরের তলার একটি কক্ষে গিয়ে আশ্রয় নেন। ততক্ষণে উগ্রপন্থীরা ঘরে প্রবেশ করে উপরের তলার সেই কক্ষ যেখানে এগারো জন মহিলা এবং শিশুরা আবদ্ধ ছিলেন সেখানে দরজা ভাঙার চেষ্টা করে। দরজা যখন ভাঙতে পারেনি তখন তারা ঘরের তালায় এল ফি ঢেলে দেন যেন ভিতর থেকেও না খোলে এবং সিল হয়ে যায়। ঘরের জানালার কাঁচ ভেঙে ফেলে এবং প্লাষ্টিকের জিনিসপত্র এবং অন্যান্য জিনিস একত্রিত করে বাইরের সামনে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই আগুনের বিষাক্ত ধোঁয়া দরজার নিচ দিয়ে এবং ভাঙা জানালার ভিতরে প্রবেশ করে এবং কামরা ধোঁয়ায় ভরে যায়। আর এই পাষানরা আগুন লাগানোর পর কামরায় আশ্রিতদের হাত নেড়ে তিরষ্কারের ছলে বিদায় জানায় এবং সেখান থেকে চলে যায়। এতে এগারো জন আহমদী মহিলা এবং শিশুরা অবস্থান করছিলো। ধোঁয়ার কারণে বুশরা বেগম সাহেবা এবং তার দুইজন পৌত্রি হায়রা তাবাস্‌সুম এবং কায়েনাত তাবাসসুম শাহাদাত বরণ করেন। **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন**। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এমনটি হয়। আক্রমনকারীরা এতটা উত্তেজিত ছিলো যে, তারা ঘটনাস্থলে আহতদের উঠানোর জন্য এবং আহতদের নেবার জন্য যে এম্বুলেন্স এসেছিলো হাসপাতাল থেকে আর আরো একটি এম্বুলেন্স ও দমকল বাহিনীর গাড়ীকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয় আর সমস্ত উগ্রপন্থীরা ঘরে অগ্নি সংযোগ করে জ্বালাতে থাকে, একি সাথে তারা নৃত্য করতে থাকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে নিরব দর্শকের মতো চেয়ে চেয়ে দেখছিলো আর কোন ভাবে উত্তেজিত লোকদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করে নি।

এ ঘটনায় শাহাদাত বরণ কারিনী শ্রদ্ধেয়া বুশরা বেগম সাহেবার পরিবারে আহমদীয়াত এসেছে তার দাদা মীর সাহাবুদ্দীন সাহেবের মাধ্যমে যিনি লাঙ্গুলের অধিবাসী। দ্বিতীয় খেলাফতের যুগে তিনি আহমদীয়াত ভুক্ত হবার সৌভগ্য লাভ করেছেন। তারা পরবর্তীতে সিয়ালকোর্টে স্থানান্তরিত হন আর বিয়ে হয়েছে গুজরাওয়ালায়। জনাব

মুনির আহমদ সাহেবের সাথে ১৯৭৬ সালে তিনি এখানে স্থানান্তরিত হন। তাঁর স্বামী মুনির আহমদ সাহেবও ছয় মাস পূর্বে ইন্তেকাল করেন। অন্য দু'জন শহীদ, হেরা তাবাসসুম এবং কায়েনাত তাবাস্‌সুম তার পৌত্রী ছিলেন। শহীদ মরহুমা আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে নিয়মিত পাঁচ বেলা নামায পড়তেন। তাহায্‌যুতগুজার, তিলাওয়াতকারিনী, মিশুক, সহানুভূতিশীল এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারিনী ছিলেন। পশু পাখিকে খাবার খাওয়ানো তার নিত্য নৈমত্তিক অভ্যাস ছিলো। কোন পদ না থাকার সত্ত্বেও যখনি আর যেখানেই জামাতের কাজের জন্য ডাকা হতো তিনি প্রথম সারিতে থাকতেন। অথচ শাহাদাতের মাত্র একদিন পূর্বে তিনি পাড়ায় মানুষকে ইফতার করিয়েছেন আর তার পৌতি হেরা তাবাস্‌সুম যিনি শাহাদাত বরণ করেছেন তিনি গ্রামে ঘরে ঘরে ইফতার বিতরণ করেছেন।

গুজরাওয়ালার আমীর সাহেব বলেন যে, পুরো পরিবার অত্যন্ত ভদ্র, নিষ্ঠাবান এবং জামাতের জন্য গভীর আন্তরিক অত্মাভিমান রাখতেন। যে এলাকায় তারা বসবাস করতেন, সেই এলাকায় হালকা তাদের জন্য গঠিত হয়েছে। এবং তারা নামায কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। বিভিন্ন প্রকার চাঁদা এবং জামাতের বিভিন্ন প্রকার তাহরিকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। সব সময় সকল ভাবে জামাতের সাথে সহযোগীতা এবং আনুগত্যের ক্ষেত্রে ছিলেন অগ্রগামী। শহীদ মরহুমা নিজের পিছনে তিন ছেলে এবং দুই মেয়ে রেখে গেছেন। এক ছেলে মোহাম্মদ বুটা সাহেব এখানেই আছেন যার দুই কন্যা শাহাদাত বরণ করেছেন। আর দুই মেয়ে যাদের ছেড়ে গেছেন তাদের মাঝে তাদের পিতা, মাতা, এক ভাই আতাউল ওয়াসেহ, পাঁচ বছরের আর এক বোন যার নাম সিদরাতুন নূর যার বয়স তিন বছর।

এই এলাকায় আঠারোটি ঘর রয়েছে যারা পরস্পর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। এখন রাবওয়াতে রয়েছে। আক্রমনকারীরা ছয়টি ঘর জিনিসপত্রসহ জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়। জনাব আফজল সাহেবের ঘর, আশরাফ সাহেবের ঘর, বুটা সাহেবের ঘর, সেলিম সাহেবের ঘর, কালিম সাহেবের ঘর এবং ফিরোজউদ্দীন সাহেবের ঘর জ্বলে যায় আর দুটো ঘর ভাঙচুর করে এবং ভিতর থেকে জিনিসপত্র বের করে জ্বালিয়ে দেয়। মাষ্টার বশির সাহেব এবং বশির সাহেবের ঘরে কথা বলছি। এছাড়া পাঁচজন আহমদী বন্ধুর দোকান লুটপাট করার পর সেখানে অগ্নিসংযোগ করে এছাড়া হালকার যে নামায কেন্দ্র ছিলো সেটিকেও আক্রমনের লক্ষ্য বস্তুতে পরিনত করা হয়। সেখানে রাখা কুরআন শরিফ এবং জামাতের অন্যান্য বই পুস্তকে আগুন লাগানোর পর নামায কেন্দ্র আগুন লাগিয়ে শহীদ করা হয়। এই হলো তাদের ঐলুম এবং নির্যাতনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বা ঘটনা যার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন, এরা যদি তওবা না করে, অনুশোচনা না করে তাহলে জাহান্নামের অগ্নি এবং অযাবুল হারিক হবে তাদের অদৃষ্ট। এছাড়া আল্লাহ্‌ তা'লা অস্বীকার কারীদের নেতা এবং হোতাদেরকে অচিরেই ধৃত করার ব্যবস্থা করুন, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন। আর অগ্নি সংযোগকারীদের যারা নেতা এবং হোতা তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'লা শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করুন। শহীদদের পদমর্যাদা তো আল্লাহ্‌ তা'লা অবশ্যই উন্নীত করেন। তাদের শোক সন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনদেরকে আল্লাহ তা'লা ধৈর্য্য দিন এবং মনোবল দান করুন। বিশেষ করে সেই সকল পিতা-মাতা এবং ভাই-বোনদের যাদের নিস্পাপ কন্যা এবং বোনদেরকে তাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা সকল আহতদেরকে অচিরেই পূর্ণ আরোগ্য দান করুন। আর তাদের আর্থিক ক্ষয় ক্ষতির নিজ অনুগ্রহে সুরাহা করুন। আর পূর্বের চেয়ে অধিক দানে তাদেরকে ভূষিত করুন। নামাযে জুমুআর পর ইন-শা-আল্লাহ্‌ তাদের নামাযে জানাযা পড়াবো।